খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-11 Bardhaman , 15 November. 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

- ধনেখালিতে সিপিএমে বড়সড় ফাটল !নির্বাচিত এরিয়া কমিটি ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে দল ছাড়ার পথে অধিকাংশ পার্টি সদস্য !
- রাজ্যের ৬২৪টি বিএড কলেজের মধ্যে ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করল রাজ্য বিএড বিশ্ববিদ্যালয়।
- নির্ধারিত দামের চেয়ে চাষীদের কাছ থেকে সারের দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ! সাথে আবার জোরপূর্বক ট্যাগ !আলুর দাম বাড়লে যারা মাঠে নেমে পড়েন তারা এখন কোথায়? উঠছে প্রশ্ন।
- ‘‘দুর্নীতি আর তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরের পরিপূরক।এমন কিছু কাজ নাই যে এরা করতে পারে না।এরা লোহাও খেয়ে নেবে। এদের হজম করার ক্ষমতাও আছে। এদের ঔষধ সব কালীঘাট থেকে তৈরি হচ্ছে’’, দুর্নীতি ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।
- প্রয়াত সিঙ্গুরের সিপিএম নেতা সুহৃদ দত্ত।
- ‘‘মানুষ আসার আগে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে।মানুষ আমার কাছে এসে চাইবে, তারপর আমি দোব এটা নয়।মানুষের দরকার বুঝলে আমাকে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে হবে’’, জনপ্রতিনিধিদের বার্তা দিলেন জামালপুরের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিডিও পার্থ সারথি দে।
- ‘‘আমি ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়ালে অভিষেক ব্যানার্জিকে হারিয়ে প্রাক্তন এমপি করে কালীঘাটে পাঠিয়ে দেব’’, বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।
- রেশন দুর্নীতি কান্ডে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল ইডি !
- ফসলের গোড়া পোড়ানো বন্ধ করুন, দিল্লির বায়ুদূষণ মামলায় পাঞ্জাব সরকারকে কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।
- নারায়নপুরে সোমবার বাইকের সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত বাইক চালক,নাম সুকান্ত ঘোষ(৩৫),বাড়ি মথুরাপুর।আহত বাইক চালক এখন বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
- প্রয়াত বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া(৮২)।১৯৮৪ থেকে

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালিতে বড় ভাঙন বিরোধী শিবিরে ! লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি - সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৪৯টি পরিবার !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লোকসভা ভোটের আগে ধনেখালিতে বড় ভাঙন বিরোধী শিবিরে। বিজেপি -সিপিএম ছেড়ে

৪৯টি পরিবার যোগ দিলেন তৃণমূলে। এর ফলে লোকসভা ভোটের আগে জোর ধাক্কা খেল বিরোধী শিবির। একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যের সঙ্গে ধনেখালি ব্লকেও চলছে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি। ধনেখালির দশঘড়া,মান্দড়া,গুড়বাড়ি, বেলমুড়ি, ভাস্তাড়া সহ ১৩ টি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অসীমা পাত্র ছাড়াও এই প্রতিবাদ সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মহসিন মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তৃণমূলের এই প্রতিবাদ সভা থেকে বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার ডাক দেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ও ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

ধনেখালির বেলমুড়িতে ৮ নভেম্বর, বুধবার তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় ২৪টি পরিবার সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগ দেন।বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৩ নং বুথের হাকিম মল্লিক,সেখ হাফিজ,সেখ রফিক, তপন সর্দার, বেদানা রায় সহ ২৪ টি পরিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।তাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

অন্যদিকে,ধনেখালি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃর্জানগর এলাকার ১৫৩ ও ১৫৪ নং বুথের বেশ কিছু

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন গুড়াপ স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক, এলাকায় শোকের ছায়া

ইসরাইল মল্লিক ঃ হুগলির গুড়াপের টাকিপুরের কাছে শুক্রবার

সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশনের ভূগোলের শিক্ষক হারাধন দাস (৫০)। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ স্কুল যাবার পথে গুড়াপের টাকিপুরের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁর বাইকের। বাসের সঙ্গে ট্রেকারের রেষারেষির কারণেই দুর্ঘটনা, অভিযোগ! বাসটি গুড়াপের দিক থেকে অতি দ্রুত গতিতে আসার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। গুড়াপ থানার পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত তাঁকে ধনেখালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর ধরে গুড়াপ স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন তিনি। মৃত শিক্ষকের বাড়ি গোপীনাথপুর জামদারা এলাকায় বলে জানা গেছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মহীতোষ চন্দ। প্রিয় শিক্ষকের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ধনেখালির কাশীপুরে ডিভিসি’র লকগেটের কাছে বাঁধে বড়সড় ভাঙন। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে রণক্ষেত্র চুঁচুড়া ও চন্দননগর !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির

বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন ঘিরে ধুন্ধুমার চুঁচুড়া ও চন্দননগরে।পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে রীতিমতো হাতাহাতি ও ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। চুঁচুড়ায় পুলিশের মারে আহত হন বেশ কিছু বিজেপি কর্মী, অভিযোগ। রেশন

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-11 15 November. 2023

সারের সঙ্কট !

প্রতি বছরই নভেম্বরের গোড়ায় আলু চাষের সময় সারের জোগানে ঘাটতির ফলে তৈরি হয় একটা সঙ্কট। যদিও অনেকেই মনে করেন কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয় এই সঙ্কট। আর এর সদ্ব্যবহার করে ফুলে ফেঁপে ওঠে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। সারের নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দামে চাষীদের সার কিনতে হয়। এনপিকে ১০ঃ২৬ ঃ২৬ সারের সঙ্গে আবার জোরপূর্বক অন্য কোনো সার বা কৃষি সামগ্রী ট্যাগ হিসেবে জুড়ে দিয়ে চাষীদের নিতে বাধ্য করা হয় ।দেওয়া হয় না যথাযথ রসিদ ।জমি তৈরির জন্য চাষীর প্রথম পছন্দ এনপিকে ১০ঃ২৬ ঃ২৬ সুষম সার ।আর এই সার নিয়েই প্রতিবছর কালোবাজারির অভিযোগ ওঠে ।প্রতি বস্তা এনপিকে ১০ঃ২৬ ঃ২৬ সারের নির্ধারিত মূল্য যেখানে ১৪৭০ টাকা, সেখানে বাজার মূল্যের চেয়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা বেশি দামে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চাষীরা সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ।কোথাও আবার ১৪৭০ টাকার সার ২১০০ /২২০০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে ।কিন্তু চাষীদের সঠিক রসিদ দেওয়া হচ্ছে না ।আবার আলু বীজ নিয়েও চলছে চূড়ান্ত অনিয়ম ।আলু বীজ কিনতেই চাষের খরচের অর্ধেক টাকা চলে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রতি বছরই আলু বসানোর মুখে কেন সারের জোগানে ঘাটতি দেখা যায় ? ১৪৭০ টাকার সার কোথাও ১৮০০, কোথাও ২১০০/২২০০ কেন ? আলু বীজের আজ একদাম, তো কাল আর এক দাম। চাষ করতে নাভিশ্বাস উঠছে চাষীদের। কোথায় টাস্ক ফোর্স ? কোথায় কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা ? আলুর দাম বাড়লে যারা মাঠে নেমে পড়েন এখন তারা কোথায় ? তারা কি শীত ঘুমে আচ্ছন্ন ? চাষীদের জন্য শুধুই কি মায়া কান্না ! কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার,চাষের বাজারের ওপর কারোর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কেন ? মুখেই কি শুধু চাষী প্রেম ? বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে যদি বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় তাহলে সেটা তো উৎপাদক ও উপভোক্তা,দু'জনের জন্যই ক্ষতিকর ।রাজনৈতিক কারণে সারের জোগানে টান,না কি বাজারে সারের ঘাটতি, সর্বাগ্রে তা ভেবে দেখা দরকার। কেবলমাত্র মুখে চাষীদের জন্য দরদ দেখালে চলবে না। চাষীদের স্বার্থে অবিলম্বে বাজারে হস্তক্ষেপ করতে হবে সরকারকে ।দু'একবার কেবলমাত্র লোক দেখানো টহলদারি নয়,অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে চালাতে হবে জোরদার অভিযান। সর্বাগ্রে মনে মনে রাখতে হবে,চাষ বাঁচলে, চাষী বাঁচলে,আমরাও বাঁচব। যারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত এক করে দিয়ে ফসল ফলাচ্ছেন, তাদের বাঁচাতে অবিলম্বে মাঠে নামতে হবে সরকারকে। নির্ধারিত মূল্যে চাষীরা যেন সার পায়,সেটা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। চাষের বাজারের রাশ থাকুক সরকারের হাতে, ব্যবসায়ীর হাতে নয়। প্রতি বছর সারে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ।আর সেই সার নিয়ে কালোবাজারি হলে ভর্তুকির উদ্দেশ্যই তো বৃথা হয়ে যায় ।যাদের জন্য ভর্তুকি তারাই যদি বঞ্চিত হয় তাহলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীর পেট ভরাবার জন্য ভর্তুকি দিয়ে লাভ কি ?

গুড়াপে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে গুড়াপের পলাশী শ্মশানের কাছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিটের শুভ উদ্বোধন করলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ।উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা পরিষদের সেক্রেটারি মৃণাল কান্তি গুইন, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া,এসডিও সদর স্মিতা সান্যাল সুকলা,বিডিও ধনিয়াখালি সারোয়ার আলি, ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক, ধনিয়াখালি

পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ, ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ হানিফ, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মহসিন মন্ডল, হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা,গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দন্ডীচরণ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(প্রথম পাতার পর) ## ধনেখালিতে বড় ভাঙন বিরোধী শিবিরে

বিজেপি কর্মীও তৃণমূল যোগ দেন ।মৃর্জানগর চড়ক তলায় ৮ নভেম্বর,বুধবার তৃণমূলের প্রতিবাদ সভার মঞ্চে চড়কতলার সুভাষ মাঝি, পিন্টু মন্ডল, মহম্মদ মন্ডল, অনন্ত পন্ডিত, রবি মুর্মু সহ ২৫টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ।তাদের হাতেও তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন অসীমা পাত্র ।ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গেছে এলাকায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন ।আর তার আগেই বিরোধী শিবিরে এমন ভাঙনের ফলে শোরগোল পড়ে গেছে এলাকায়। বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে বিরোধী নেতারা যখন সরব সেই সময় বিরোধীদের ঘরেই ভাঙন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী দল ছেড়ে শাসকদলে যোগদানের ফলে ধনেখালিতে তৃণমূলের ঘাঁটি আরও শক্ত হবে বলেই অনেকে মনে করছেন। বিরোধী শিবিরে এমন ভাঙনের ফলে শাসকদলও যথেষ্ট উজ্জীবিত।

একটি জ্বলন্ত সমস্যা

পার্থ পাল

গ্রামের ভোর। আপনি হাঁটতে বেড়িয়েছেন। দৃশ্যকল্পটি ভাবলেই মনটা কেমন ভালো হয়ে যায়, তাই না? বাস্তবে কিন্তু তা হওয়ার নয়। বিশেষ করে এই নভেম্বর মাসে। বিগত কয়েক বছরে এই সময়টিতে গ্রামের বাতাস এতটাই ধোঁয়াক্রান্ত থাকে যে, খানিক জোরে হাঁটলেই হাঁফ ধরে যায়। নাড়া পোড়ানোই এর প্রধান কারণ।

নভেম্বরের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে আমন ধান কাটা শুরু হয়। শেষও হয়ে যায় কয়েকদিনেই। হবে নাই বা কেন, এখন তো কাস্তেতে ধান কাটার রেওয়াজ নেই বললেই চলে। একটা কম্বাইন হারভেস্টর এক ঘন্টায় এক একর জমির ধান কেটে, সব ধানকে বস্তাবন্দি করে দিচ্ছে। চাষী ভাইয়েরাও সরাসরি বা কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি করে দিয়ে মূল্য বুঝে নিচ্ছেন। ঝক্কি ঝামেলার শেষ।

এবং সেখানেই সমস্যার শুরু। হারভেস্টরে ধান কেটে দিয়ে যাওয়ার পর জমিতে পড়ে থাকে কুঁচনো ধানগাছ বা নাড়া। দেখা গেছে, এক একর জমিতে ১২ থেকে ১৬ কুইন্টাল নাড়া পড়ে থাকে। চাষীভাইয়েরা এই পড়ে থাকা আবর্জনায় আগুন দিয়ে দেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে দশ কুইন্ট্যাল নাড়া পুড়লে ১৪৬০ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড, ৬০ কিলোগ্রাম কার্বন মনোক্সাইড এবং ২০০ কিলোগ্রাম ছাই উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বাতাসে মেশে ক্ষতিকর সালফার ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। এভাবেই দূষিত হয় নির্মল বাতাস। বিকালবেলায় গ্রামের মাঠগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে ভ্রম হয়। চারিদিকে কেবল লেলিহান আগুন আর কালো ধোঁয়া। এই ধোঁয়াই বায়ুবাহিত হয়ে পৌঁছে যায় শহরে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই দূষিত শহর এর ফলে বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। বিগত কয়েক বছরে নভেম্বর মাসে দিল্লি শহরের বায়ুদূষণ সহনমাত্রা অতিক্রম করে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে নগর জীবন। যা আমাদের সকলেরই জানা।

এসব জেনেও চাষীরা কেন নাড়া পোড়ান? আমন ধানের পরেই এখানে আলু চাষ শুরু হয়। নভেম্বর মাসের মধ্যেই আলু বীজ না বসাতে পারলে পাকা আলুগাছ নাবিধসা রোগের শিকার হবে। উৎপাদন ভালো হবে না। এদিকে আমন ধান পাকতেও নভেম্বরের প্রথম পক্ষ হাজির হয়। তাই ধান কাটা ও আলু বসানোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান নেই বললেই চলে। জমিকে তাড়াতাড়ি তৈরি করতে হলে নাড়ার ব্যবস্থা তাই করতে হয় দ্রুত। যা পুড়িয়ে ফেলাই চাষীদের কাছে সহজতম পথ। এই সহজ পথ ধরতে গিয়েই অন্য ফাঁদে পড়ছেন তাঁরা। প্রথমত বায়ু দূষিত হচ্ছে যা পরিবেশের সঙ্গে ক্ষতি করছে তাঁর ও তাঁর পরিবারকেও। দ্বিতীয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মাটির স্বাভাবিক প্রকৃতি। মাটির উপরে আগুন জ্বললে ছয় ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ত মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। অসুস্থ হয়ে পড়ে মাটি। কেঁচো, বন্ধু পোকামাকড়, জীবাণু বা অনুখাদ্য ইত্যাদি পুড়ে যায়। তখন ফসল ফলাতে, গাছের খাদ্য দিতে প্রয়োগ করতে হয় রাশি রাশি রাসায়নিক সার। তাতে সার্বিকভাবে ব্যয় বাড়ে; উৎপাদন কমে। আফসোস করেন চাষী।

এখন প্রশ্ন হল, এমন সমস্যা থেকে উদ্ধারের উপায় কি? দেখা গেছে যন্ত্রে ধান কাটলে বিঘা প্রতি চার হাজার টাকা সাশ্রয় হয়। অথচ আধুনিক ছোট যন্ত্রে গাছ সমেত ধান কেটে তা খামারে এনে ধান ও খড় আলাদা করলে খড়ের দাম বাবদ যা আয় হবে, তা ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি। চাষীরা এত ঝামেলায় যেতে না চাইলে বেলার যন্ত্রের সাহায্যে নিতে পারেন। এই যন্ত্রটি পড়ে থাকা নাড়াকে অল্প জায়গায় জড়ো করে দিতে পারে। যা পরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায় হল সরকারের সরবরাহ করা শক্তি ক্যাপসুল এর ব্যবহার। 'পুসা ডিকম্পোজার' নামের এই ক্যাপসুলগুলিতে থাকে বিভিন্ন জৈব উপাদান - যেমন অ্যাসপারজিলাস নিডুলাস, ট্রাইকোডারমা ভিরিডে ইত্যাদি। জল ও গুড়কে গুলে, উত্তপ্ত করে তার সঙ্গে ছাতু ও ক্যাপসুল মিশিয়ে একটি জৈব মিশ্রণ তৈরি করা হয়। যা নাড়াপূর্ণ জমিতে ছড়িয়ে দিলে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সব নাড়া পচে যাবে। এতে পরিবেশ নির্মল থাকার পাশাপাশি খরচ যেমন বাঁচবে, তেমনই মাটির স্বাস্থ্যও থাকবে ভালো। যা ভালো ফসল পাওয়ার প্রধান শর্ত।

বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারত কবে অংশ নেবে ?

বিভু মুখোপাধ্যায়

শৈশব কৈশোর যৌবনে খেলার বিকল্প নেই। বলখেলা-ফুটবল খেলা। শারীরিক মানসিক-বৌদ্ধিক-চারিত্রিক গঠনের জন্যই পড়া-লেখার পাশাপাশি ফুটবল খেলা খুবই প্রয়োজন। আমার মতে, ফুটবল খেলা আমাদের দেশে তথা বিশ্বে জনপ্রিয় খেলা। সারা বিশ্বে মহামতি ভাদিমির ইলিচ উলিয়ানড লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার পর লেনিনের মৃত্যুর পর যোশেফ স্তালিন গোটা সোভিয়েত দেশ জুড়ে প্রচুর স্টেডিয়াম তৈরি করেছিলেন, উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসেবে। কারণ, দেশের যুবক-যুবতীদের সমাজতান্ত্রিক দেশের যোগ্য মানুষ গড়ে তোলার জন্য। আমাদের বাংলায় প্রতিটি জেলার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ফুটবল খেলা খুবই জনপ্রিয়। অনেক স্কুলেই ইন্টার (অন্তঃ) ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট, ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট, আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট, সুব্রত কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট জুনিয়ার, সাব জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা, কলকাতায় মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স, মহামেডান স্পোর্টিং, জর্জ টেলিগ্রাফ, সহ বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবল খেলা যুগ যুগ ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রখ্যাত ফুটবল তারকা প্রদীপ কুমার (পি কে) ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, প্রয়াত শৈলেন মান্না, তুলসীদাস বলরাম, ভাস্কর গাঙ্গুলী, শ্যাম থাপা, হাবিব সহ বাম্পার কয়েক ঝাঁক ফুটবল তারকা গোটা আর্ন্তজাতিক তথা দেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছেন। ভারতের ক্যাপ্টেন ছিলেন দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়। দেশের নামকরা ফুটবলারদের অন্যতম বাইচুঙ ভুটিয়া। দুঃখের বিষয়, বিশ্বকাপ ফুটবলে বিশ্বের অনেক ছোট ছোট দেশ অংশ নিলেও আমাদের ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দেশ হয়েও বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ না নিতে পারার জন্য গোটা দেশবাসীই মুষড়ে পড়েন। অথচ আমাদের দেশেও ভাল ফুটবলারের সংখ্যা, কোচের সংখ্যা কম নয়। বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারত কবে অংশ নেবে ?

চঞ্চল ছেলেকে শান্ত করতে সাধু বাবার নিদান ! নিজের ন'বছরের শিশুকে রাতের অন্ধকারে দামোদরের চরে ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন মা !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুরন্ত শিশুকে শান্ত করতে সাধু বাবার নিদানে নিজের ন'বছরের শিশুকে রাতের অন্ধকারে দামোদরের চরে ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন মা, অভিযোগ। এমনই অমানবিক ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার শিয়ালি গ্রামে। ইতিমধ্যেই শিশুটির মা, বাবা ও দাদুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৩১ অক্টোবর রাতে থানায় একটি খবর আসে শিয়ালি গ্রামে দামোদরের চরে একটি ছোটো বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাচ্চাটির অভিভাবককে না দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। সাথে সাথে রায়না থানার পুলিশ গিয়ে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। জানা যায়, শিশুটির বাড়ি নদীয়ার চাকদহ থানার অন্তর্গত নরেন্দ্রপল্লী কদমতলায়। আরও জানা গেছে, তার মা সুস্মিতা বিশ্বাস, বাবা অর্কদ্যুতি বিশ্বাস এবং দাদু সুব্রত জোয়ারদার। বাচ্চাটি বলে, রায়নার শিয়ালির আশ্রমের মহারাজের কথামতো তার বাবা মা ও দাদু তাকে নদীর চরে ছেড়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় তার বাবা বলে গেছে,''তোর যে দিকে চোখ যাবে চলে যাবি।'' রাতেই শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে রায়না থানার পুলিশ।

বাচ্চাটিকে ১ নভেম্বর বুধবার পূর্ব বর্ধমান চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করা হলে তারা বুধবারই বাচ্চাটিকে হুগলির সিঙ্গুর থানার ও সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত সিঙ্গুর সরকারি হোমে পাঠিয়ে দেয়।পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে ঐ বাচ্চাটির মা, বাবা এবং দাদুকে বুধবার গ্রেফতার করেছে। ঐ আশ্রমের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এ বিষয়ে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজি বলেন, ''রায়না ওয়ানে সুদর্শনপুর শিয়ালি গ্রামে একটি বাচ্চা রাতে দামোদরের চরে ঘুরছে পুলিশ খবর পায়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে যায়, বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে। তারপর তার মা বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসে। প্রথমে মাকে পাওয়া যায় নি।মা ওখানে স্থানীয় একটা সাধুবাবার আশ্রমে ছিল। পুলিশ তদন্ত করছে। মা বাবাকে তারা ডিটেন্ড করেছে। তারা ইনভেস্টিগেশন করছে কেন এটা হয়েছে। পুলিশ আইনগত যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিচ্ছে। শুনেছি, ছেলেটি দুষ্টুমি করার জন্য কেউ উনাকে আশ্রম থেকে পরামর্শ দিয়েছেন বাচ্চাকে যদি নদীর চরে রেখে দেওয়া যায় তাহলে দুষ্টুমি চলে যাবে।তো সেই মোতাবেক নাকি মা এটা করেছিল,যেটা মায়ের স্টেটমেন্ট শুনছি আমি। আশ্রমের এক সাধুবাবার নির্দেশে বাবা মা তাঁদের ন'বছরের ছেলেকে কী ভাবে দামোদরের চরে ফেলে রেখে এল, তা ভেবে অবাক হচ্ছি। একটি বাচ্চা চঞ্চল বলে এ ভাবে তাকে রেখে চলে আসবে! এটা একটা কুসংস্কার।এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা যাতে এই সকল জায়গায় সকলকে সচেতন করা যায় তার জন্য আমরা বিভিন্ন পঞ্চায়েত, সবাইকে নিয়ে একটা ড্রাইভ দিচ্ছি।''

রাজ্যস্তরের কুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যস্তরের কুইজ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করল গুড়াপ রমনীকান্ত পাখিদের ওপর রাজ্যস্তরের কুইজ প্রতিযোগিতা।পাখিদের ওপর রাজ্যস্তরের এই কুইজ প্রতিযোগিতায়

ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছাত্রীরা।গত ৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার কলকাতা রোটারি সদনে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের ৫৫ টি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ৫৫ টি স্কুলের মধ্যে ধনেখালির গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছাত্রীরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে বলে স্কুল সূত্রে জানা গেছে।

ধনিয়াখালি ইয়ুথ ব্রিগেডের পরিচালনায় বুধবার মুইদিপুরে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মন্ত্রীসভা ও বিধানসভা থেকে বরখাস্তের দাবিতে মহম্মদ সেলিম ও সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হাবড়া থেকে অশোকনগর পর্যন্ত সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গলায় পেঁয়াজের মালা পরে পথে চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার !

লঘু গুরু

সুব্রত মিত্র রানা

শব্দ ব্রস্ত তার ব্রস্তের ভয়
সোজা কথা সোজাসুজি
রানা কবে কয়
।
রবি মামা দেয় হামা
গায়ে জামা লাল
কবে হবে সাবালক
ভাবি কাটে কাল
।
দারোয়ান গায় গান
রাম নাম ওই
মাভৈঃ মাভৈঃ

ধনেখালির কেশবপুরের প্রতিমা

ধনিয়াখালি ঐক্য সংঘের কালীপুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

গুড়াপের বালিদহ ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিমা

'খবর সোজাসুজি' পত্রিকা পাঠে মগ্ন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায়।

ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ মুহূর্তের ছবি ।

খানপুর থেকে ধনেখালি যাবার পথে কাশীপুর লকগেটের কাছে জল নিকাশি পাইপ ভেঙে গিয়ে পিচ রাস্তা বসে গেছে এবং রাস্তার পাশে ধ্বস দেখা দিয়েছে। যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

চোখ কান খোলা রেখে ভোট দেবার আহবান জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর জনসভা থেকে জনগণকে চোখ, কান খোলা রেখে নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে আগামী নির্বাচনে ভোট দেবার আহবান জানালেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। পাশাপাশি ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা ভোট চাইছে, তাদের জনবিচ্ছিন্ন করার ডাক দেন তিনি। শনিবার দলের পূর্বস্থলী ২ নম্বর বিধানসভা আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ‘‘মানুষের অধিকারকে চিনিয়ে দিতে

ও আদায় করতে রাজনৈতিক ময়দানে নেমেছে আইএসএফ। এজন্য অন্য কোন দলের লেজুড়বৃত্তি আইএসএফ করে নাঙ্ক।’’

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবারও জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হচ্ছে। তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। নওসাদ সিদ্দিকী এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীকে স্মরণ করে বলেন, ‘‘দেশের বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।’’

আইএসএফের এই রক্তদান শিবির করতে পুলিশ প্রশাসন অনেক বাধা দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেন নওসাদ সিদ্দিকী। নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের একাংশের এরূপ আচরণকে ধিক্কার জানান তিনি ।

অপহরণ কান্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার সোনা ব্যবসায়ী, গ্রেফতার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের দাদপুর থানার তৎপরতায় অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার সোনা ব্যবসায়ী। ঘটনায় প্রকাশ,২৯ অক্টোবর রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পুইনান শহরের বাসিন্দা বৈশাখী দাস টেলিফোন মারফত জানতে পারেন যে তার স্বামীকে কয়েকজন দুষ্কৃতি অপহরণ করেছে এবং তারা টেলিফোনে দেড় কোটি টাকা মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করে। অন্যথায় ওই ব্যবসায়ীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় অপহরণকারীরা। তিনি তৎক্ষণাৎ দাদপুর থানায় এসে ঘটনাটি জানান। অভিযোগ পাওয়া মাত্র দাদপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং সেখান থেকে ওই সোনা ব্যবসায়ীর পড়ে থাকা একটি মোটরসাইকেল, হেলমেট এবং চটি জোড়া উদ্ধার করে।এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ তারকেশ্বরের এক ব্যবসায়ীর যোগসূত্র খুঁজে পায় এবং ওই রাতেই তারকেশ্বর থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে আইরা পাড়া গ্রাম থেকে মূল অভিযুক্ত সহ চারজন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে এবং ওই গ্রামের শ্মশানের পাশে মাঠ থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ওই অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া চার দুষ্কৃতিকে ৩০ অক্টোবর সোমবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।অপহরণকারীরা যে গাড়িটি করে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে তারকেশ্বরে নিয়ে গিয়েছিল সেই

সাদা স্করপিও গাড়িটিকে জাঙ্গিপাড়া থানার রাজবলহাট থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ওই গাড়ির ড্রাইভারকেও দাদপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই অপহরণের ঘটনায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের দাদপুর থানার ওসি এবং পুলিশকর্মীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সোনা ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে যুক্ত মোট পাঁচজন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপহরণের সময় ব্যবহৃত স্করপিও গাড়িটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।পুরো ঘটনার তদন্ত করছে দাদপুর থানার পুলিশ।পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এলাকার বাসিন্দারা।

তেরো বছর পর মায়ের কোলে ফিরে এল হারানো ছেলে !

ইসরাইল মল্লিক ঃ হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার খানপুরের বাসিন্দা সন্টু মালিক। বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।কথা বলতে পারে না। জন্ম থেকেই বোবা। এলাকার লোকজন তাই তাকে হাবা বলেই ডাকে। আজ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে বারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল সন্টু। তেরো বছর পর আবার মায়ের কোলে ফিরে এল হারানো ছেলে।সন্টুর মাসি সারথি হাজরা সন্টুকে ছোট থেকে ছেলের মত মানুষ করেছেন এবং সন্টু তাঁকে মা বলেই জানে।সন্টুর মাসি সারথি হাজরা বলেন,‘‘আজ থেকে তেরো বছর আগে সন্টু বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিল।আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলাম।থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিলাম। কিন্তু

ছেলেকে খুঁজে পাই নি। কলকাতায় কালীঘাটের কাছে একটি হোটেলে কাজ করত সন্টু। খানপুরের নারায়নপুর এলাকার একজন ঐ হোটেলে খেতে গিয়ে সন্টুকে চিনতে পারে এবং সন্টুর মুখে গামছা জড়িয়ে লুকিয়ে তাকে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে চলে আসে আমাদের বাড়িতে।’’ কয়েকদিন হল মারা গেছেন সন্টুর মামা বিলাস হাজরা। বিলাসের শেষ কাজ মিটতে না মিটতেই ফিরে এল বিলাসের ভাগ্না।শোকাহতপরিবারেরমধ্যে যেন হঠাৎ আনন্দের বার্তা। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশির হাওয়া পরিবারের মধ্যে।

(প্রথম পাতার পর)

রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির বিক্ষোভ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার সামনে এবং চন্দননগর এসডিও অফিসের সামনে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউয়ের নেতৃত্বে বুধবার বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। চন্দননগর এসডিও অফিসে ডেপুটেশনও দেওয়া হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। পুলিশের সামনেই দাহ করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, রেশন দুর্নীতির অনেক কান্ডারি হুগলি জেলাতেও রয়েছে। তারা কেন ছাড় পাবে। যে তদন্ত চলছে ইডি সিবিআইয়ের মাধ্যমে,সেই তদন্তে নজর এদিকে আসুক।’’

রেশন দুর্নীতির পর ইডির নজরে এবার ধান দুর্নীতি !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজত হয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। এবার আরও এক দুর্নীতির মামলার দিকে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইডি। এবার ধান দুর্নীতি। ধান কেনার নামে তছরুপ হয়েছে সরকারি টাকা, অভিযোগ।ভুয়ো চাষিদের নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা।এমনটাই অনুমান ইডির। আরও চাপে পড়েছে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়েই উঠে এসেছে ধান কেনায় দুর্নীতি কথা,এমনটাই জানিয়েছে ইডি। সোমবার যখন জ্যেতিপ্রিয়কে আদালতে তোলা হয় তখন ইডি তাঁদের রিমান্ড লেটারে সেই তথ্য দিয়েছে। ধানচাষীদের কাছ থেকে সরকারি দামে ধান কেনে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি। ধানের দাম সরাসরি চাষিদের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইডি তদন্ত করে দেখেছে, ধান কেনার ক্ষেত্রে সরকার ও কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলির মধ্যে চলে আসছে কোনও না কোনও এজেন্ট।মিল মালিকরা ওইসব এজেন্টদের মাধ্যমে সরকারি রেটের থেকে কম দামে ধান কিনে নিত।ওই ধান কেনার জন্য খাতায় কলমে কারচুপি করা হতো। জানা গেছে,ওইসব এজেন্টরা কিছু চাষিদের জোগাড় করতো। তাদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতো। সমবায় সমিতির খাতায় ওইসব চাষিদের দেখানো হতো। তাদের নামে ধান কেনা হতো। এভাবে ধান কিনলে মিল মালিকরা প্রতি কুইন্টালে ২০০ টাকা লাভ করত। ওই লাভের টাকায় মিল মালিক ছাড়াও এজেন্ট ও সরকারি আধিকারিকরা এমনকি মন্ত্রীও লাভবান হয়েছে বলে অনুমান ইডির।

এনিয়ে জ্যোতিপ্রিয়কে জিজ্ঞাসবাদ করেছে ইডি। জ্যোতিপ্রিয় ইডিকে জানিয়েছেন, তাঁর আমলে বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছিল। তিনি সিআইডিকে দিয়ে তদন্তও করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তদন্তের অগ্রগতি কী তা তিনি বলতে পারেননি। এই তথ্য সামনে আসার পর ইডি ধান দুর্নীতি নিয়ে আরও একটি মামলা করতে চলেছে বলে জানা গেছে।

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

২০১৪ সাল পর্যন্ত টানা ন'বার লোকসভায় জিতে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

● বিল বই ছাপিয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ! বিল বইয়ে রয়েছে মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানির্জির ছবি ! দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানার ঘটনা।

● এসএসকেএম হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার শিকার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ! বিস্ফোরক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।তোলপাড় রাজ্য।

● ‘‘বেইমান অধিকারীর কতগুলো বাস আছে, কতগুলো ট্রলার আছে, কতগুলো পেট্রোল পাম্প আছে তার হিসাব বাংলার জনগণকে দিন। কোথায় পেল এই টাকা?এই হিসাব তাকে দিতে হবে। যারা ২১৩ টাকা মাটি ফেলে পায় না তারা হচ্ছে চোর,আর ও হচ্ছে সাধু !’’ ,শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ‘‘শিক্ষা গেছে জেলে। খাদ্য সবে গেল জেলে। বাকি থাকল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য কবে জেলে যাবে তার অপেক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ’’,বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● সিঙ্গুরে কারখানা না হওয়ায় টাটাকে সুদ সহ ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ডব্লুবিআইডিসি'কে, নির্দেশ দিল আদালত। সঙ্গে ১১ শতাংশ সুদও দিতে হবে।

● ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৫০ উইকেট নিয়ে নজির গড়লেন সামি। বিশ্বকাপে এক ম্যাচে সর্বাধিক ৭ উইকেট দখলের কৃতিত্বও অর্জন করলেন সামি।

● শচীন টেন্ডুলকারের দীর্ঘ দিনের রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট কোহলি।১০৬ বলে সেঞ্চুরি করার ফলে শচীনের রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি। কোহলির ঝুলিতে এখন ৫০টি সেঞ্চুরি।

● ‘‘লোক দেখানো মাটির নাটক ! এসব মাটির নাটক অন্য জায়গায় করবে। বাংলার টাকা বাংলাকে ফেরত দাও।বাংলার মাটি কষ্ট করে বিজেপিকে নিয়ে যেতে হবে না।বাংলার নেত্রী লোকসভা ভোটের পর দিল্লি শাসন করবেন’’, বিজেপির অমৃত কলস যাত্রাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com